Sanatan Dharma

দশমহাবদ্যি া:-------

দশমহাবদ্যি া হল হনি্দুধর্মরে দশজন দবেী, যারা দবেী দুর্গার বভিনি্ন রূপ। এগুলি হল: কালী, তারা, ষোড.শী, ভুবনশে্বরী, ভরৈবী, ছনি্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা। এদরে প্রত্যকেকইে মহাশক্তরি বভিনি্ন দকি হসিবেে পূজা করা হয.। দশমহাবদ্যি া হলনে দবেী মহাশক্তরি দশটি বশিষে রূপ। 'দশ' অর্থ দশ এবং 'মহাবদ্যি া' অর্থ মহাজ্ঞান। অর্থাৎ, এই দশ রূপরে মাধ্যমে দবেী ব্রহ্মাণ্ডরে দশটি প্রধান জ্ঞান বা শক্তকিে প্রকাশ করনে। এই দবেীরা কবেল রূপগত ভনি্নতা নন, তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডরে সৃষ্টি, স্থতিি ও লয়রে বভিনি্ন দকি এবং মানব জীবনরে বভিনি্ন স্তররে প্রতীক। দশমহাবদ্যি ার বভিনি্ন রূপ ও তাঁদরে প্রতীকী তাৎপর্য এখানে দশমহাবদ্যি ার প্রতটিি রূপ এবং তাদরে প্রতীকী তাৎপর্য এবং মহাবদ্যি ার তত্ত্ব কথার রসহস্য দশমহাবদ্যি ার দশটি রূপ:----

কালী তারা মহাবদ্যি া ষোড.শী ভুবনশে্বরী।
ভরৈবী ছনি্নমস্তা চ বদ্যি া ধূমাবতী তথা।
বগলা সদ্ধি বদ্যি া চ মাতঙ্গী কমলাত্মকিা।
এতা: দশমহাবদ্যি া: সদ্ধিবদ্যি া প্রকীর্ত্তীতা:।

1. মহাকালী: ইনি দশমহাবদ্যি ার প্রথম ও প্রধান রূপ। মহাকালী হলনে কাল বা সময়রে অতীত। তাঁর কালো বর্ণ অসীমতা, নর্বিাণ এবং সকল গুণরে অতীত অবস্থাকে বোঝায়। তনিি সকল বন্ধন থকেে মুক্তি এবং অজ্ঞতার বনিাশরে প্রতীক। তাঁর এলোমলেো চুল, হাতে নরমুণ্ড এবং খড়্গ অশুভ শক্তরি বনিাশ এবং জাগতকি বন্ধন ছনি্ন করার ইঙ্গতি দয়ে।

2.. তারা: দবেী তারা মহাকালীরই আর এক রূপ। তনিি বপিদ থকেে ত্রাণকর্ত্রী। 'তারা' শব্দরে অর্থ 'যনিি রক্ষা করনে'। তনিি জ্ঞান ও বাকশক্তরি দবেী। তাঁর নীল বর্ণ অনন্ত

Published on: Sep, 27 2022 15:34

মহাকাশ এবং অসীমতাকে বোঝায়। দেবী তারা সাধকদের জ্ঞান প্রদান করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দেন।

3.. ষোড়শী (ত্রিপুরসুন্দরী): ইনি ১৬ বছর বয়সী এক বালিকার রূপে আবির্ভূতা হন, যা পূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের ১৬টি গুণের প্রতীক। ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি সৌন্দর্য, প্রেম এবং মোক্ষ প্রদান করেন। তাঁর হাতে পাশ (প্রেমের বন্ধন), অঙ্কুশ (নিয়ন্ত্রণ), ধনুক (ইচ্ছা) এবং বাণ (কর্ম) জাগতিক বিষয়াদির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

4.. ভুবনেশ্বরী: ইনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ভুবন' অর্থ জগৎ এবং 'ঈশ্বরী' শাসনকর্ত্রী। তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের মূলে রয়েছেন। তাঁর সৌম্য মূর্তি সৃষ্টির স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বোঝায়। তিনি ঐশ্বর্য ও সন্তান দান করেন।

5.. ছিন্নমস্তা: এই দেবীর রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি নিজের মস্তক নিজেই ছিন্ন করে নিজ রক্ত পান করেন। এই রূপটি আত্মত্যাগ, আত্মবিনাশ এবং পুনর্জন্মের প্রতীক। ছিন্নমস্তা জাগতিক মায়া ও অহংকারের বিনাশ করে যোগের উচ্চাবস্থা প্রদান করেন।

6.. ভৈরবী: ইনি উগ্র প্রকৃতির দেবী। তিনি সৃষ্টির উগ্র দিক এবং ধ্বংসের প্রতীক। ভৈরবী সাধকদের ভিতরের শত্রু, যেমন - ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিনাশে সাহায্য করেন। তিনি ভয় দূর করেন এবং সিদ্ধি প্রদান করেন।

7.. ধূমাবতী: এই দেবী বিধবার রূপে আবির্ভূতা হন, যা অভাব, দুঃখ এবং অশুভ শক্তির প্রতীক। তিনি ধ্বংস এবং বিনাশের দেবী। ধূমাবতী এমন এক মহাবিদ্যা যিনি জীবনের অন্ধকার দিক, অভাব এবং শূন্যতাকে তুলে ধরেন। তিনি জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি দেন।

8. বগলামুখী: ইনি শত্রুদের বিনাশকারিণী দেবী। 'বগলা' শব্দের অর্থ 'বল্গা' বা লাগাম। তিনি শত্রু ও প্রতিপক্ষকে স্তম্ভিত করেন। এই দেবী বাকশক্তি এবং বিতর্কে বিজয় প্রদান করেন। তিনি সাধকদের ভয় দূর করেন এবং মামলায় জয়ী হতে সাহায্য করেন।

9.. মাতঙ্গী: ইনি সঙ্গীত, কলা, জ্ঞান এবং বাকশক্তির দেবী। মাতঙ্গী সমাজের পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক মানুষদের প্রতীক, যা বোঝায় জ্ঞান এবং বিদ্যুত্ব জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে। তিনি অভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। তিনি সকল প্রকার বাধা দূর করেন এবং কলায় পারদর্শিতা প্রদান করেন।

10. কমলা: ইনি দশমহাবিদ্যার শেষ রূপ এবং ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি ও ভাগ্যের দেবী। কমলা দেবী লক্ষ্মীরই আর এক রূপ। তিনি সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি এবং সুখের প্রতীক। তাঁর হাতে পদ্মফুল এবং তিনি পদ্মের উপর আসীন থাকেন, যা বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

দশমহাবিদ্যার এই দশ রূপ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন শক্তি এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। এঁদের পূজা করলে জ্ঞান, মুক্তি, শক্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

Published on: Sep, 27 2022 15:34